দৈনিক ইত্তেফাক

081

তারিখ 04 AUG 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম 8

ঢাকা ভার্সিটির ৫টি সেশনে ৩২৫ দিন অনির্ধারিত বন্ধ

॥ রেজানুর রহমান ॥

নির্দিষ্ট ছুটির বাহিরে গত ৫টি সেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৩২৫ দিন অনির্ধারিতভাবে বন্ধ ছিল। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ায় 'সেশন জট' সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। সাম্প্রতিক ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় অনির্দিষ্টকালের

(শেষ পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটি

(১ম পৃঃ পর)

কর্তৃপক্ষের মতে বিশ্ববিদ্যালয় হঠাৎ করিয়া বন্ধ হওয়ায় বিভিন্ন বিভাগের পরীক্ষাসমূহ যেভাবে থামিয়া গিয়াছে তাহাতে খুব তাড়াতাড়ি বিশ্ববিদ্যালয় না খুলিলে ঠিক কত বছরের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীরা অনার্স/মাষ্টার্স ডিগ্রী পাস করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিতে পারিবে তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যাইবে না। খোঁজ লইয়া দেখা গিয়াছে ১৯৮২-৮৩ সেশন হইতে শুরু করিয়া গত ৫টি সেশনে ক্যাম্পাস পরিস্থিতির অবনতি, শিক্ষক ও ছাত্র ধর্মঘটের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস অনির্ধারিতভাবে বন্ধ ছিল ৩ শত ২৫ দিন। ইহার মধ্যে ১৯৮২-৮৩ সেশনে ৯৪ দিন, ১৯৮৩-৮৪ সেশনে ৩৩ দিন, ১৯৮৪-৮৫ সেশনে ১ শত ২২ দিন, ১৯৮৫-৮৬ সেশনে ১৬ দিন, ১৯৮৬-৮৭ সেশনে শিক্ষক ধর্মঘটের কারণে ৪৩ এবং ছাত্র ধর্মঘটের কারণে ১৭ দিন। গত শিক্ষাবর্ষে শিক্ষক/ছাত্র ধর্মঘটের কারণে প্রায় ৬০ দিন বাদে বাকি সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম স্বাভাবিক থাকায় কর্তৃপক্ষ সেশন জট সমস্যাটি মোকাবেলার জন্য জোর প্রচেষ্টা নেয়। ইহার জন্য সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন কমাইয়া ১ দিন করা হয়। শিক্ষকেরা বাড়তি ক্লাস নেওয়া শুরু করে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরীক্ষাসমূহ গ্রহণ ও ফল প্রকাশের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়। ফলে একটি আশাব্যঞ্জক সাড়া পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু মধ্য জুলাইয়ের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় হঠাৎ করিয়া বন্ধ হওয়ায় কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগে বাধা পড়িয়াছে। অনির্ধারিত বন্ধের কারণে ইতিপূর্বে ৭ বার পিছাইয়া যাওয়া অনার্স পরীক্ষা আলোর মুখ দেখিতে পারে নাই। ৪ বার পিছাইয়া মাষ্টার্স ডিগ্রী পরীক্ষা শুরু হইলেও কয়েকটি বিভাগের পরীক্ষা শেষ পর্যায়ে থামিয়া গিয়াছে। এই পরীক্ষার আওতায় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের 'কমপ্রিহেনসিভ' নামে একটি পরীক্ষা এবং অর্থনীতি বিভাগের ২টি বিষয়ের পরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। এছাড়াও প্রথম বর্ষ সহ প্রায় প্রতিটি বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষা স্থগিত রহিয়াছে। প্রথম বর্ষে নূতনদের ভর্তির ব্যাপারে প্রাথমিক কিছু কাজ করা সম্ভব হইলেও এই নবাগতরা কবে নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে বসিতে পারিবে তাহা বলা যাইতেছে না। সেশন জটের ক্ষেত্রে কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় বিজ্ঞান ভবনের কয়েকটি বিভাগের শিক্ষার্থীরা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন। বিজ্ঞান ভবনের একজন অনার্স পরীক্ষার্থী ১৯৮২-৮৩ সেশনে ভর্তি হইয়াও অনার্স পরীক্ষা দিতে না পারায় ইহার জন্য কর্তৃপক্ষকে দায়ী করিয়া বিনা পরীক্ষায় সার্টিফিকেট চাহিয়া কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়াছে। সরকারী চাকুরীর বয়স হারাইয়াছে এই পর্যায়ের কয়েকজন মাষ্টার্স ডিগ্রী পরীক্ষার্থী এই রিপোর্টারকে জানান, শীঘ্রই বিশ্ববিদ্যালয় না খুলিলে তাহারাও 'বিনা পরীক্ষার সার্টিফিকেট চাই' এই আন্দোলন শুরু করিবে। এই পরীক্ষার্থীরা যে কোন সময় পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে বলিয়া কর্তৃপক্ষকে জানাইয়াছে। এব্যাপারে কর্তৃপক্ষের বক্তব্য হইল, বিশ্ববিদ্যালয় না খুলিয়া পরীক্ষা গ্রহণ কোনভাবেই সম্ভব নয়। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ পরীক্ষার্থীরা যদি পরীক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে লিখিতভাবে আবেদন করে তাহা হইলে হল খোলা না থাকিলেও পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়টি চিন্তা-ভাবনা করা হইবে। এদিকে ঈদের পর বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ প্রাথমিকভাবে আশ্বাস প্রদান করিলেও ঠিক কতদিন পর খোলা সম্ভব হইবে তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যাইতেছে না। মধ্য জুলাইয়ের ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটি রিপোর্ট প্রদানের পর দোষী ব্যক্তিদের বহিষ্কার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে জোর চেষ্টা চলিলেও একটি সূত্র জানায়, এ ব্যাপারেও জটিলতা দেখা দিয়াছে। ঘটনায় যে দুইটি বিবদমান সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সন্দেহ করা হইতেছে তাহাদের নির্দোষ প্রমাণের জন্য স্ব-স্ব সংগঠন সংবাদপত্রে বক্তব্য প্রদান অব্যাহত রাখিয়াছে। ইতিমধ্যে একটি পত্রিকায় ১৪ জন ছাত্রের নাম প্রকাশিত হওয়ার পর সংগঠন দুইটি পরস্পর বিরোধী বিবৃতি প্রদান করিয়াছে। এমতাবস্থায় বহিষ্কারের ব্যাপারটি জটিলতা সৃষ্টি করিবে বলিয়া একটি সূত্র অভিমত ব্যক্ত করিয়াছে। তদন্তের সহিত জড়িত একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, নানা কারণে তদন্তে ব্যাঘাত ঘটিতেছে। উপরন্তু ঈদের ছুটির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসসমূহ বন্ধ থাকিবে। খোলার পর তদন্ত কাজ পুনরায় শুরু করা হইবে। ফলে আগষ্ট মাসের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যাপারটি নিশ্চিত নয় বলিয়া তিনি জানান। তবে প্রো-ভিসি ডঃ এমাজ উদ্দিন জানান, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিশ্ববিদ্যালয় খোলার জোর চেষ্টা করা হইতেছে। তাঁহার মতে সাম্প্রতিক ঘটনার তদন্ত কমিটির রিপোর্ট মতে অপরাধী সে যেই হউক তাহাকে বহিষ্কার করা হইবে। এবং তাহার পর বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হইবে। এব্যাপারে তিনি সরকার, সকল ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা কামনা করিয়াছেন।